220340 - কুরআন, ফরেশেতা, নবী এবং সাহাবীদরে মাধ্যমে ওসীলা দয়োর বধিান

প্রশ্ন

নম্নিোক্ত দোয়োয় কি এমন কছিু আছে যা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অসন্তুষ্ট কর?ে এতে কি হারাম কছিু আছ?ে সইে হারামটা কী? এর স্বপক্ষে কুরআন-সুন্নাহ থকেে দলীল কী? ‘হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে কুরআন ও এর হরফসমূহ, জবিরীল ও তাঁর রসিালাত, মীকাইল ও তাঁর আমানতদারতিা, ইসরাফীল ও তাঁর ফুঁক দয়ো, আমাদরে সর্দার নূহ ও তাঁর বংশধর, আমাদরে সর্দার ইব্রাহীম ও তাঁর বন্ধুত্ব, আমাদরে সর্দার মুসা ও তাঁর কথা, আমাদরে সর্দার মুহাম্মাদ ও তাঁর সুপারশি, সদ্দিীক ও তাঁর খলোফত, উমর ও তাঁর ফারুকয়িাত, উসমান ও তাঁর লজ্জাশীলতা এবং আলী ও তাঁর সাহসকিতার ওসীলা দয়িে দোয়া করছি।

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

উত্তর:

প্রশ্নকর্তা কয়কে প্রকার ওসীলা উল্লখে করছেনে, যাকে চারটি ভাগে বভিক্ত করা যায়। এক. কুরআনরে দ্বারা ওসীলা। দুই. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে দ্বারা ওসীলা। তনি. ফরেশেতাগণ, নবীগণ ও অন্যান্য নকেকারদরে দ্বারা ওসীলা। চার. এমন ওসীলা যা অর্থহীন।

এক:

দোয়াকারীর জন্য তার প্রভুর কাছে কুরআনরে মাধ্যমে দোয়া করা জায়যে। কারণ এটি আল্লাহর কাছে তার কোনো একটি গুণরে মাধ্যমে দোয়া করার অন্তর্ভুক্ত। শরীয়তরে দৃষ্টতিে আল্লাহর কাছে তার গুণসমূহরে কোনো একটি গুণরে মাধ্যমে চাওয়া জায়যে। এমন দোয়ার উদাহরণ হচ্ছে মুসলমি (২২০২) ও তরিমযিী (২০৮০) কর্তৃক বর্ণতি হাদীস, উসমান ইবনে আবলি আস রাদয়িাল্লাহু আনহু বর্ণনা করনে: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে শখিয়িে দয়িছেনে যে সে যদি কোনো ব্যথা অনুভব করে তাহলে যনে এই দোয়া কর:ে أَعُوْذُ بِعِزَّةِ اللهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ ما أَجِدُ وأحاذِرُ “এই যে আমি ব্যথা অনুভব করছি এবং যার আশঙ্কা করছি তা থকেে আমি আল্লাহর সম্মান এবং তাঁর কুদরতরে ওসীলা দয়িে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।” এছাড়াও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দোয়া করছেনে: اللهمَّ بعِلْمِكَ الغيبَ وقُدْرَتِكَ عَلَى الخلَقِ ، أحْيِني ما عِلِمْتَ الحياةَ خيرًا لِي ، وتَوَفَّنِي إذا عَلِمْتَ الوفَاةَ خيرًا لي (হে আল্লাহ! আপনার অদৃশ্যরে জ্ঞান ও সৃষ্টরি ওপর আপনার

ক্ষমতার বদৌলতে আমাকে ততদনি বাঁচয়িে রাখুন যতদনি জীবন আমার জন্য ভালো। আর আপনার জ্ঞানে যখন মৃত্যু আমার জন্য ভালো তখন আমাকে মৃত্যু দনি।)[হাদীসটি ইমাম আহমদ তার 'মুসনাদ' (৩০/২৬৫) গ্রন্থে বর্ণনা করছেনে এবং রসিালা ছাপার মুহাক্ককিরা এটকিে বশিুদ্ধ বলে গণ্য করছেনে] আল্লাহর কাছে তার গুণাবলরি মাধ্যমে চাওয়ার পক্ষে দলীল অগণতি।

আল্লাহর অন্যতম গুণ হচ্ছে তার "বাণী"। কুরআন আল্লাহর বাণীর অন্তর্ভুক্ত। তাই কুরআনরে মাধ্যমে ওসীলা দয়ো জায়যে। এ কারণে ইমাম আহমদসহ অন্যান্য সালাফগণ 'আল্লাহর বাণী সৃষ্ট নয়' এই বক্তব্যরে পক্ষে দলীল হসিবেে 'আল্লাহর পূর্ণ বাক্যসমূহরে মাধ্যমে আশ্রয় চাইছি' হাদীসটি উল্লখে করনে এবং বলনে: তনিি আল্লাহর বাণীর মাধ্যমে আশ্রয় চয়েছেনে। অথচ কোন সৃষ্টরি মাধ্যমে আশ্রয় চাওয়া যায় না।[দখেুন: 'কাইদাতুন জালীলাহ ফত্িতাওয়াস্সুলি ওয়াল-ওয়াসীলাহ' (১/২৯৭)]

শাইখ ইবনে উছাইমীন বলনে: 'কুরআন কারীমরে মাধ্যমে দোয়া করার অর্থ হলো ব্যক্তি তার রবরে কাছে তাঁর বাণীর মাধ্যমে প্রার্থনা করব।ে ... কুরআন আল্লাহর গুণসমূহরে মাঝে একটি গুণ। এটি আল্লাহর বাণী; যা দয়িে তনিি প্রকৃতপক্ষে ধ্বনরি মাধ্যমে কথা বলছেনে এবং কথার ভাবকে উদ্দশ্যে করছেনে। এটাই মহান আল্লাহর বাণী। ... আর যহেতেু এটি তাঁর একটি গুণ, সহেতেু এর মাধ্যমে ওসীলা দয়ো জায়যে।'[ফাতাওয়া নূরুন আলাদ্দারব থকেে সমাপ্ত]

দুই:

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে সত্তা দ্বারা ওসীলা। উত্তরসুরদিরে মধ্যে অনকেকে এই ওসীলা করতে দখো যায়। সটেি হচ্ছে এভাবে বলা: 'হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে মাধ্যমে প্রার্থনা করছি' অথবা 'আমি আপনার কাছে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে সম্মান-প্রতপিত্তরি মাধ্যমে প্রার্থনা করছি' এমন কোনো কছিু সুন্নাহতে বর্ণতি হয়নি। আবু হানীফা ও তাঁর সাথীরা এ প্রসঙ্গে বলছেনে যে এটি জায়যে নইে। তারা এর থকেে নষিধে করে বলনে: কোনো সৃষ্টরি মাধ্যমে চাওয়া যাবে না। কউে যনে না বলে: 'হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে আপনার নবীদরে অধকিাররে মাধ্যমে প্রার্থনা করছি।'

ইমাম যাইলায়ী তার 'তাবঈনুল হাকাইক' (৬/৩১) গ্রন্থে বলনে: 'আবু ইউসুফ বলছেনে: অমুকরে অধকিাররে বদৌলতে, আপনার নবী-রাসূলদরে অধকিাররে বদৌলতে প্রার্থনা করাকে অপছন্দ করি।'[সমাপ্ত] কারণ 'মহান আল্লাহ তাআলার উপর কারো কোনো অধকিার নইে' যমেনটি কাসানী 'বাদাইউস সানায়ি' (৫/১২৬) গ্রন্থে উল্লখে করনে।

শাইখ ইবনে উছাইমীন বলনে: 'আলমেদরে মতসমূহরে মাঝে প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত হলো... নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে সম্মান দয়িে ওসীলা করা হারাম। কোনো মানুষরে জন্য এটি বলা জায়যে নইে যে: হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে আপনার নবীর সম্মানরে ওসীলায় এটা-ওটা চাইছি। কারণ ওসীলা তখনই ওসীলা হয় যখন উদ্দষ্টি বষিয় হাছলিে এর কোন প্রভাব থাকে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে মর্যাদা-প্রতপিত্তি দোয়াকারীর উদ্দশ্যে হাছলিে কোনো

প্রভাব রাখে না। যহেতেু এর কোনো প্রভাব নইে, সহেতেু এটি সঠকি মাধ্যম নয়। মহান আল্লাহকে কবেল এমন সঠকি মাধ্যম দয়িইে ডাকা যাবে উদ্দষ্টি বষিয়ে অর্জনে যার প্রভাব আছ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে মর্যাদা-প্রতপিত্তি কবেল তাঁর জন্যই খাস। এটি কবেল তার জন্যই সম্মানজনক। আমরা এর দ্বারা কোনোভাবে উপকৃত হতে পারব না। আমরা কবেল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে উপর ঈমান আনার মাধ্যমে উপকৃত হতে পারব।'[ফাতাওয়া নূরুন আলাদ্দারব থকেে সমাপ্ত]

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইময়িা রাহমিাহুল্লাহ বলনে: 'যদি বলা হয়: 'আমি আপনার কাছে আপনার নবী মুহাম্মাদরে মাধ্যমে দোয়া করছি' বক্তার এ বক্তব্যকে 'আমি আপনার কাছে তাঁর উপর ঈমান ও তাঁর প্রতি ভালোবাসার মাধ্যমে দোয়া করছি' এ অর্থে ব্যাখ্যা করা যায় এবং ইতোপূর্বে আপনারা উল্লখে করছেনে য, এ ব্যাপারে কোন মতভদে নইে। তখন জবাবে বলা হব: কউে যদি এই অর্থ করে তাহলে সে নঃিসন্দহেে সঠকি কথা বলছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে মৃত্যুর পরে সালাফরে মধ্যকার য সকল ব্যক্তি তাঁর ওসীলা দয়িে দোয়া করছেনে যমেনটি কছিু সাহাবী, তাবয়েী, ইমাম আহমদ ও অন্যান্যদরে থকেে বর্ণতি হয়ছেে তাদরে বক্তব্যকে যদি এই অর্থে নওেয়া হয় তাহলে সটেি উত্তম। সক্ষেত্রে এ মাসয়ালায় কোনো মতভদে থাকে না।

কন্তিু বহু সাধারণ মানুষ আছে যারা এই শব্দ ব্যবহার কর; কন্তিু তারা এই অর্থকে উদ্দশ্যে করে না। তাই যারা (এ ধরনরে ওসীলার ব্যাপার) আপত্তি করছেনে তারা মূলতঃ এদরে ব্যাপারইে আপত্তি করছেনে।

এটি সাহাবীদরে সইে ওসীলা দয়োর মত যারা তাঁর ওসীলা দয়িে দোয়া করা বলতে উদ্দশ্যে করতনে: তাঁর দোয়া ও শাফায়াতরে মাধ্যমে ওসীলা দয়ো। এ ধরণরে ওসীলা দয়ো জায়যে হওয়ার ব্যাপারে কোনো মতভদে নইে। কন্তিু, বর্তমানে অধকিাংশ মানুষ এই কথার দ্বারা এই অর্থ উদ্দশ্যে করে না।'[কাইদাতুন জালীলাহ (পৃ. ১১৯)]

তনি: সৃষ্টজীবরে সত্তা দয়িে ওসীলা দয়ো।

এটি শরীয়তরে দৃষ্টতিে নন্দিনীয় একটি বদিআত। প্রথাগত ও ভাষাগত দকি থকেওে এটি পরত্যিাজ্য। এতে আল্লাহর সাথে বয়োদবি এবং তনিি অনুমতি দনেনি এমন কছিু করা হয়। এতে দোয়াকারী, মাধ্যম গ্রহণকারী এবং সুপারশিপ্রার্থীর প্রকৃত উদ্দশ্যেরে সাথে সাংঘর্ষকি এমন কছিু করা হয় যা দোয়ার শষ্টিাচাররে খলোফ।

শাইখুল ইসলাম বলনে: 'যে ব্যক্তরি মাধ্যমে সুপারশি চাওয়া হচ্ছে তনিি যদি দোয়াকারীর জন্য সুপারশি না করে থাক, তার প্রয়োজনরে জন্য কোনো আবদেন না করে থাক, এমনও হতে পারে তনিি তার দোয়ার ব্যাপারে অবগতই নন; সক্ষেত্রে তার মাধ্যমে সুপারশি প্রার্থনা করা ভাষাগত দকি থকেে 'সুপারশি' নয়। যারা বুঝশেুনে কথা বলনে তাদরে দৃষ্টতিওে এটি সুপারশি নয়।'[ফাতাওয়া (১/২৪২) থকেে সমাপ্ত]

তনিি আরও বলনে: ‘যদি কউে কোনো বড় মর্যাদার কোনো অনুসরণীয় ব্যক্তকিে বলে: ‘আমি আপনার কাছে আবদেন করছি— অমুক ব্যক্তি আপনার প্রতি যে আনুগত্য দখোন এর বদৌলতে, তার আনুগত্যরে কারণে আপনি তার প্রতি যে ভালোবাসা রাখনে এর বদৌলতে, আপনার প্রতি তার আনুগত্য আপনার কাছে তার যে মর্যাদাকে অবধারতি করছেে সইে মর্যাদার বদৌলতে; তাহলে সে এমন অপ্রাসঙ্গকি বষিয়রে মাধ্যমে আবদেন করল যার সাথে তার কোনো সম্পৃক্ততা নইে।

অনুরূপভাবে আল্লাহ তায়ালা তাঁর নকিটবর্তী বান্দাদরে প্রতি যে অনুগ্রহ করনে, তাদরে প্রতি যে ভালোবাসা পোষণ করনে, এবং তারা আল্লাহর প্রতি যে ইবাদত ও আনুগত্য প্রকাশ কর— এগুলোর কোনোটইি তাদরে মাধ্যমে প্রার্থনা করা ব্যক্তরি দোয়া কবুলকে আবশ্যক করে না।

বরং দোয়া কবুল হওয়াকে আবশ্যক করবে যদি দোয়াকারীর পক্ষ থকেে দোয়া কবুলরে কোনো হতেু থাক; যমেন: দোয়াকারী তাদরে আনুগত্য করা। কংিবা যদি তাদরে পক্ষ থকেে দোয়া কবুলরে কোনো হতেু থাক; যমেন: তারা তার জন্য সুপারশি করা। কন্তিু যদি এই দুটরি কোনো হতেুই না পাওয়া যায়, তাহলে তার দোয়া কবুলরে কোনো কারণ অবশষ্টি নইে।’

তনিি আরো বলনে: ‘ব্যক্তি যদি বলে: আমি অমুক অমুক ফরেশেতা, নবী, নকেকার ইত্যাদি ব্যক্তদিরে হক্বরে (অধকিাররে) মাধ্যমে কংিবা প্রতপিত্তি (جاه)-এর মাধ্যমে কংিবা সম্মান (حُرْمَة) এর মাধ্যমে প্রার্থনা করছি, তাহলে এই কথার দাবি হচ্ছে আল্লাহর কাছে এদরে সবার মর্যাদা রয়ছে। এটা সঠকি। নশ্চিয়ই আল্লাহর কাছে এদরে সবার মর্যাদা, প্রতপিত্তি ও স্থান রয়ছে; যার দাবি হচ্ছে আল্লাহ তাদরে মর্যাদা বাড়য়িে দবিনে, তাদরেকে সম্মানতি করবনে এবং তারা সুপারশি করলে তাদরে সুপারশি গ্রহণ করবনে। ... কন্তিু যদি তাদরে পক্ষ থকেে কোনো দোয়া বা সুপারশি না পাওয়া যায় তাহলে দোয়াকারী এমন অপ্রাসঙ্গকি বষিয়রে মাধ্যমে দোয়া করল যটো তার উপকার করার মাধ্যম নয়।’

তনিি অন্য এক স্থানে বলনে: ‘আল্লাহ তাকে (যার মাধ্যম গ্রহণ করা হচ্ছে) সম্মানতি করার মধ্যে এমন কোনো হতেু নাই যা এই ব্যক্তরি দোয়া কবুল করাকে অনবিার্য করব। যদি সে বলে: হতেু হলো তনিি সুপারশি করা ও দোয়া করা। তাহলে এ কথা ঠকি। যদি বাস্তবইে তনিি তার জন্য সুপারশি করে থাকনে ও দোয়া করে থাকনে। আর যদি তনিি কোনো সুপারশি বা দোয়া না করে থাকনে তাহলে তো কোনো হতেু নাই।’

ইমাম শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইময়িা রাহমিাহুল্লাহ উক্ত বষিয়ে তার বরকতময় বই ‘কাইদাতুন জালীলা ফতি-তাওয়াস্সুলি ওয়াল-ওয়াসীলাহ’-তে বস্তিারতি আলোচনা করছেনে।

চার:

শঙি্গায় ফুঁক দয়োর ওসীলা, নূহরে বংশধররে ওসীলা, সদ্দিীকরে খলোফতরে ওসীলা, আলীর সাহসকিতার ওসীলা ইত্যাদি যত কছিুর ওসীলা দয়োর কথা প্রশ্নকর্তা উল্লখে করছেনে এবং অর্থরে দকিে লক্ষ্য না করে কবেল অন্ত্যমলিরে দকিে খয়োল

করে দোয়া বাক্য উল্লেখ করছেনে— সে গুলো কছিু অর্থহীন কথা। কোনো ব্যক্তি যদি পূর্ণ মনোযোগের সাথে দোয়া করে থাকে তার মুখ থকেে এমন কথা বরে হতে পারে না।

নূহরে বংশধররো কীভাবে দোয়া কবুলরে কারণ হতে পারে যাদরে মধ্যে মুসলমি, কাফরে, পুণ্যবান ও পাপী সবাই আছে?! সদ্দিীকরে খলোফত, আলীর সাহসকিতা, উমররে ফারুকয়িাত, উসমানরে লজ্জাশীলতা, এমনকি ইবরাহীমরে সাথে আল্লাহর বন্ধুত্ব কী করে দোয়া কবুলরে কারণ হতে পার?!

'আল্লাহর সাথে ইবরাহীমরে বন্ধুত্ব' এর সাথে দোয়াকারীর কী সম্পর্ক? এই সুউচ্চ মর্যাদাবান অবস্থানে তার কী কোনো অংশ আছ?!

এটি সুন্নাহর বরিোধতিা করা, বানানো দোয়ার প্রতি ঝুঁকে পড়া এবং অন্ত্যমলিরে কৃত্রমিতার ফলাফল। এখান থকেইে দোয়ায় অন্ত্যমলিরে কৃত্রমিতা থকেে নষিধে করার প্রজ্ঞা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

ইবনে বাত্তাল রাহমিাহুল্লাহ বলনে: ‘কারণ অন্ত্যমলি অন্বষেণে কৃত্রমিতা ও কাঠন্যি রয়ছে। এটি দোয়ার মনোযোগ এবং আল্লাহর জন্য একনষ্ঠিভাবে চাওয়াকে বাধাগ্রস্ত কর। হাদীসে এসছে: ‘আল্লাহ অমনোযোগী উদাসীন অন্তররে দোয়া কবুল করনে না।’ দোয়ার ক্ষত্রেে অন্ত্যমলি অন্বষেী ব্যক্তরি লক্ষ্য থাকে তার কথাকে ছন্দবদ্ধ ও মলিযুক্ত করা। যে ব্যক্তি নজিরে চন্তিাকে কৃত্রমি কছিু অর্জনে ব্যস্ত রাখে তার অন্তর মনোযোগরে বদলে উদাসীন ও বখেবর হয়ে পড়ে।’[শারহু সহীহলি বুখারী (১০/৯৭) থকেে সমাপ্ত]

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।